রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১, ২০১১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর ২০১১/১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১ ডিসেম্বর ২০১১/১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৮ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১১ সনের ২২ নং আইন

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইন এর ধারা ২ এর সংশোধন।**—স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (১) এর "আইন প্রয়োগকারী সংস্থা" সংজ্ঞার "বাংলাদেশ রাইফেলস, কোস্টগার্ড বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং কোস্টগার্ড বাহিনী" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৩। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইন এর ধারা ৩ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"৩ক। **ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিভক্তিকরণ, ইত্যাদি।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৩(১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নামে বিভক্ত হইবে।

(২) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সম্পদ, অধিকার, ঋণ, দায় ও দায়িত্ব, সুবিধা এবং স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংক স্থিতি, সংরক্ষিত সঞ্চিত তহবিল, বিনিয়োগ এবং অন্য সকল অধিকার এবং এইরূপ সম্পত্তিতে অথবা উহা হইতে উদ্ভূত বা অর্জিত অন্যান্য সকল স্বার্থ ও অধিকার এবং সকল বহি, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র এবং অন্য সকল দলিল-দস্তাবেজ সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তবে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকারি আদেশ দ্বারা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ক্ষেত্রমত, হস্তান্তর, ন্যস্ত, স্থানান্তর বা বদলীর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বা কার্যধারা ক্ষেত্রমত, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বা কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইতোপূর্বে জারীকৃত সকল প্রবিধান, উপ-আইন, আদেশ, প্রজ্ঞাপন, নোটিশ বা আইনের ক্ষমতা সম্পন্ন অন্যান্য দলিল এবং প্রযোজ্য সকল বিধি, ক্ষেত্রমত, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত সকল লাইসেন্স, অনুমতি, আরোপিত কর, ইত্যাদি ক্ষেত্রমত, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত, মঞ্জুরীকৃত বা আরোপিত বলিয়া গণ্য হইবে।"।

৪। **২০০৯ সনের ৬০নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর দ্বিতীয় লাইনের শেষে উল্লিখিত "ঃ" কোলন এর পরিবর্তে "।" দাড়ি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উক্ত দফার শেষে উল্লিখিত নিম্নরূপ শর্তাংশটি বিলুপ্ত হইবে, যথা ঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও, উহা পুনর্গঠিত সিটি কর্পোরেশনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবে।"।

৫। **২০০৯ সনের ৬০নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) এই আইনের অধীন কোন নূতন সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হইলে অথবা কোন সিটি কর্পোরেশন বিভক্ত করা হইলে অথবা কোন সিটি কর্পোরেশন মেয়াদোত্তীর্ণ হইলে, সরকার, সিটি কর্পোরেশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত উহার কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৪) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত প্রশাসক কোন ক্রমেই একের অধিকবার বা

(ক) নূতন সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ১৮০ (একশত আশি) দিনের অধিককাল;

(খ) সিটি কর্পোরেশন বিভক্তের ফলে সৃষ্ট নূতন সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ৯০ (নব্বই) দিনের অধিককাল;

(গ) কোন সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদোত্তীর্ণের ক্ষেত্রে ৯০ (নব্বই) দিনের অধিককাল—

দায়িত্বে থাকিতে পারিবেন না।

৬। **২০০৯ সনের ৬০নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) প্যারা (গ) এ উল্লিখিত "একশত আশি দিনের মধ্যে।" শব্দগুলি ও দাড়ির পরিবর্তে "নব্বই দিনের মধ্যে;" শব্দগুলি ও সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) প্যারা (গ) এর পরে নিম্নরূপ নূতন প্যারা (ঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঘ) কর্পোরেশন বিভক্ত করিয়া একাধিক সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হইলে সেই ক্ষেত্রে নব্বই দিনের মধ্যে।"।

৭। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইন এর ধারা ৪৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১৫) এর দফা (অ) এর "ঢাকা সিটি কর্পোরেশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইন এর ধারা ১০৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০৮ এর—

(ক) উপান্তটিকার "বাতিল" শব্দের পর ", বিলুপ্ত" কমা ও শব্দ সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন সিটি কর্পোরেশনকে বিভক্ত করা হইলে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত সিটি কর্পোরেশন এর গঠন বিলুপ্ত হইবে এবং উহার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ তাহাদের পদে আর বহাল থাকিবেন না।"।

৯। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইন এর প্রথম তফসিল এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের প্রথম তফসিল এর "ঢাকা সিটি কর্পোরেশনঃ" ও এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ঃ

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ১, ২,৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫৪ এবং ৫৫।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ঃ

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১ এবং ৯২।"।

প্রণব চক্রবর্তী
অতিরিক্ত সচিব (আইপিএ)।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd